আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

আপডেট : ৪ জুলাই, ২০২২ ১৮:০৮

বারি উদ্ভাবিত পানিকচুর জাতের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের আয়োজনে বারি উদ্ভাবিত পানিকচু ফসলের বিভিন্ন জাতের উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের দস্যু নারায়ণপুর গ্রামের কৃষক মো. আফজাল হোসেনের মাঠে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

'কচু ফসলের জিন পুল সমৃদ্ধ, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নত জাত বিস্তারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ কর্মসূচি' এর অর্থায়নে এ মাঠ দিবসে ওই এলাকার ৫০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

বারি'র কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ মাঠ দিবসের উদ্বোধন করেন।

কচু ফসলের কর্মসূচি পরিচালক ও বারি'র কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. ছামছুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মোশাররফ হোসেন মোল্লা, কাপাসিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সুমন কুমার বসাক এবং কাপাসিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন প্রধান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারি'র কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার কচু ফসলের পুষ্টির গুরুত্ব তুলে ধরে রক্ত শূন্যতা দূরীকরণে কচু বেশি করে খাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

তিনি বলেন, বারি উদ্ভাবিত কচু ফসলের জাতগুলো গলায় ধরে না এবং সমানভাবে সিদ্ধ হয়, কোনো কচকচে ভাব থাকে না। এছাড়া এ জাতগুলো উচ্চফলনশীল হওয়ায় সারা দেশে এর চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে গত ২০ বছরে কচু ফসলের উৎপাদন এলাকা ও মোট উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পানিকচুর লতি ও মুখী কচু দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে কর্মসূচি পরিচালক ড. মো. ছামছুল আলম পানিকচুর নতুন জাত বারি পানিকচু-৭ এর গুণাগুণ বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, এই জাতটি মূলত রাইজোম বা কাণ্ড উৎপাদন করে এবং অল্প পরিমাণে লতিও উৎপন্ন হয়। এ জাতটির রাইজোম কাঁচা অবস্থায়ও খাওয়া সম্ভব। তাই এ এলাকার কৃষক-কৃষাণীগণ বারি উদ্ভাবিত পানিকচুর জাতগুলোর উচ্চ ফলনশীলতা ও উন্নত গুণাগুণের কারণে চাষাবাদে উৎসাহিত হয়েছেন।

নয়া দিগন্ত

মঙ্গলবার
ঢাকা, ২১ আষাঢ় ১৪২৯
৫ জিলহজ ১৪৪৩
৫ জুলাই ২০২২
www.dailynayadiganta.com

পৃষ্ঠা-১২

২০ বছরে কচুর ফলন বেড়েছে দ্বিগুণ

● গাজীপুর ও গাজীপুর মহানগর সংবাদদাতা

গত ২০ বছরে দেশে কচু ফসলের উৎপাদন এলাকা ও মোট উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বারি উদ্ভাবিত কচু ফসলের জাতগুলোতে গলা চুলকায় না এবং সমানভাবে সিদ্ধ হয়, কোনো কচকচে ভাব থাকে না। জাতগুলো উচ্চফলনশীল হওয়ায় সারা দেশে এর চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। পানিকচুর লতি ও মুখী দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রফতানি হচ্ছে। গতকাল বারি'র কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার কাপাসিয়ায় এক মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেছেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ড. সোহেলা আক্তার কচু ফসলের পুষ্টির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং রক্তশূন্যতা দূরীকরণে বেশি করে কচু খাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ■ ১১ পৃ: ২-এর কলামে

বারি উদ্ভাবিত পানিকচুর জাতের মাঠ দিবসে কৃষি কর্মকর্তাদের মাঠ পরিদর্শন ■ নয়া দিগন্ত

২০ বছরে কচুর ফলন বেড়েছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

(বারি) উদ্ভাবিত পানিকচু ফসলের বিভিন্ন জাতের ওপর ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বারি'র কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ মাঠ দিবসের উদ্বোধন করেন। গাজীপুরে কাপাসিয়া উপজেলার দস্যু নারায়ণপুর গ্রামে কৃষক মো: আফজাল হোসেনের মাঠে অনুষ্ঠিত ওই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বারি'র উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো: ছামছুল আলম। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন– কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো: মোশাররফ হোসেন মোল্লা, কাপাসিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সুমন কুমার বসাক এবং কাপাসিয়া-সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন প্রধান।

সভাপতির বক্তব্যে ড. মো: ছামছুল আলম পানিকচুর নতুন জাত বারি পানিকচু-৭-এর গুণাগুণ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এই জাতটি মূলত রাইজোম বা কাণ্ড উৎপাদন করে এবং অল্প পরিমাণে লতিও উৎপন্ন হয়। এ জাতটির রাইজোম কাঁচা অবস্থায়ও খাওয়া সম্ভব। তাই এ এলাকার কৃষাণ-কৃষাণীরা বারি উদ্ভাবিত পানিকচুর জাতগুলোর উচ্চ ফলনশীলতা ও উন্নত গুণাগুণের কারণে চাষাবাদে উৎসাহিত হয়েছেন।

'কচু ফসলের জিন পুল সমৃদ্ধ, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নত জাত বিস্তারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ কর্মসূচি'র অর্থায়নে আয়োজিত এ মাঠ দিবসে ওই এলাকার ৫০ জন কৃষাণ-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

আলোকিত বাংলাদেশ

মঙ্গলবার ■ ২১ আষাঢ় ১৪২৯ ■ ৫ জিলহজ ১৪৪৩ ■ ৫ জুলাই ২০২২

পৃষ্ঠা-১১

বারি উদ্ভাবিত পানিকচু ফসলের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের আয়োজনে বারি উদ্ভাবিত পানিকচু ফসলের বিভিন্ন জাতের ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের দস্যু নারায়ণপুর গ্রামের কৃষক মো. আফজাল হোসেনের মাঠে এ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। 'কচু ফসলের জিন পুল সমৃদ্ধ, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নত জাত বিস্তারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ কর্মসূচি'র অর্থায়নে আয়োজিত এ মাঠ দিবসের আয়োজন এলাকার ৫০ জন কৃষক-কৃষানি অংশ নেন।

বারির কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার প্রধান অতিথি থেকে মাঠ দিবসের উদ্বোধন করেন। কচু ফসলের কর্মসূচি পরিচালক ও বারির কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. ছামছুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মোশাররফ হোসেন মোল্লা, কাপাসিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সুমন কুমার বসাক এবং কাপাসিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন প্রধান।

প্রধান অতিথির ড. সোহেলা আক্তার কচু ফসলের পুষ্টির গুরুত্ব তুলে ধরে রক্ত শূন্যতা দূর করতে কচু বেশি করে খাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বারি উদ্ভাবিত কচু ফসলের জাতগুলো গলায় ধরে না এবং সমানভাবে সিদ্ধ হয়, কোনো কচকচে ভাব থাকে না। পানিকুচুর লতি ও মুখী কচু দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে কর্মসূচি পরিচালক ড. মো. ছামছুল আলম পানিকচুর নতুন জাত বারি পানি কচু-৭ এর গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেন, এই জাতটি মূলত রাইজোম বা কান্ড উৎপাদন করে এবং অল্প পরিমাণে লতিও উৎপন্ন হয়। জাতটির রাইজোম কাঁচা অবস্থায়ও খাওয়া সম্ভব। তাই এ এলাকার কৃষক-কৃষাণীরা বারি উদ্ভাবিত পানি কচুর জাতগুলোর উচ্চ ফলনশীলতা ও উন্নত গুণাগুণের কারণে চাষাবাদে উৎসাহিত হয়েছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মুক্ত চিন্তার দৈনিক
আজকালের খবর
The Daily Ajkaler khobor www.ajkalerkhobor.com
মঙ্গলবার ◆ ৫ জুলাই ২০২২ ◆ ২১ আষাঢ় ১৪২৯ ◆ ৫ জিলহজ ১৪৪৩

পৃষ্ঠা-৫

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গতকাল কচুর গুণাগুণ নিয়ে মাঠ দিবস পালন করে -আজকালের খবর

রক্তশূন্যতা দূরীকরণে কচু খেতে হবে

——— ড. সোহেলা আক্তার

◉ মাজহারুল ইসলাম, গাজীপুর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার কচু ফসলের পুষ্টির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন, কচুর গুণাগুণ অনেক। মানবদেহের রক্তশূন্যতা দূরীকরণে বেশি করে কচু খেতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের আয়োজনে গতকাল সোমবার বারি উদ্ভাবিত পানিকচু ফসলের বিভিন্ন জাতের ওপর গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের দস্যু নারায়ণপুর গ্রামের কৃষক মো. আফজাল হোসেনের মাঠে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, বারি উদ্ভাবিত কচু ফসলের জাতগুলো গলায় ধরে না এবং সমানভাবে সিদ্ধ হয়, কোনো কচকচে ভাব থাকে না। এ ছাড়া এ জাতগুলো উচ্চফলনশীল হওয়ায় সারা দেশে এর চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে গত ২০ বছরে কচু ফসলের উৎপাদন এলাকা ও মোট উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পানিকচুর লতি ও মুখী কচু দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। 'কচু ফসলের জিন পুল সমৃদ্ধ, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নত জাত বিস্তারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ কর্মসূচি'র অর্থায়নে আয়োজিত এ মাঠ দিবসে ওই এলাকার ৫০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন। কচু ফসলের কর্মসূচির পরিচালক ও বারির কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. ছামছুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মোশাররফ হোসেন মোল্লা, কাপাসিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সুমন কুমার বসাক এবং কাপাসিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন প্রধান। সভাপতির বক্তব্যে কর্মসূচি পরিচালক ড. মো. ছামছুল আলম পানিকচুর নতুন জাত বারি পানিকচু-৭ এর গুণাগুণ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এই জাতটি মূলত রাইজোম বা কাণ্ড উৎপাদন করে এবং অল্প পরিমাণে লতিও উৎপন্ন হয়। এ জাতটির রাইজোম কাঁচা অবস্থায়ও খাওয়া সম্ভব। তাই এ এলাকার কৃষক-কৃষাণীগণ বারি উদ্ভাবিত পানিকচুর জাতগুলোর উচ্চফলনশীলতা ও উন্নত গুণাগুণের কারণে চাষাবাদে উৎসাহিত হয়েছেন।

দৈনিক
সকালের সময়
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অগ্রপথিক
মঙ্গলবার | ঢাকা | ২১ আষাঢ় ১৪২৯ | ০৫ জুলাই ২০২২

পৃষ্ঠা-৭

বারি উদ্ভাবিত পানিকচুর জাতের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের আয়োজনে বারি উদ্ভাবিত পানিকচু ফসলের বিভিন্ন জাতের উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের দস্যু নারায়ণপুর গ্রামের কৃষক মো. আফজাল হোসেন এর মাঠে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 'কচু ফসলের জিন পুল সমৃদ্ধ, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নত জাত বিস্তারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ কর্মসূচী' এর অর্থায়নে আয়োজিত এ মাঠ দিবসে আয়োজন ওই এলাকার ৫০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন। বারি'র কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ মাঠ দিবসের উদ্বোধন করেন। কচু ফসলের কর্মসূচি পরিচালক ও বারি'র কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. ছামছুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মোশাররফ হোসেন মোল্লা, কাপাসিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সুমন কুমার বসাক এবং কাপাসিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন প্রধান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারি'র কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার কচু ফসলের পুষ্টির গুরুত্ব তুলে ধরে রক্ত শূন্যতা দূরীকরণে কচু বেশি করে খাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, বারি উদ্ভাবিত কচু ফসলের জাতগুলো গলায় ধরে না এবং সমানভাবে সিদ্ধ হয়, কোনো কচকচে ভাব থাকে না। এছাড়া এ জাতগুলো উচ্চফলনশীল হওয়ায় সারা দেশে এর চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে গত ২০ বছরে কচু ফসলের উৎপাদন এলাকা ও মোট উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পানিকচুর লতি ও মুখী কচু দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। সভাপতির বক্তব্যে কর্মসূচি পরিচালক ড. মো. ছামছুল আলম পানিকচুর নতুন জাত বারি পানিকচু-৭ এর গুণাগুণ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন এই জাতটি মূলত রাইজোম বা কাণ্ড উৎপাদন করে এবং অল্প পরিমাণে লতিও উৎপন্ন হয়। এ জাতটির রাইজোম কাঁচা অবস্থায়ও খাওয়া সম্ভব। তাই এ এলাকার কৃষক-কৃষাণীগণ বারি উদ্ভাবিত পানিকচুর জাতগুল্মের উচ্চ ফলনশীলতা ও উন্নত গুণাগুণের কারণে চাষাবাদে উৎসাহিত হয়েছেন। - বিজ্ঞপ্তি

NEWAGE

TUESDAY, JULY 5, 2022, ASHARH 21, 1429 BS

পৃষ্ঠা-৬

BARI holds field day on Panikachu

Staff Correspondent

THE Tuber Crops Research Centre of Bangladesh Agricultural Research Institute arranged a field day on BARI invented different Panikachu crop varieties at Dossu Narayanpur village under Kapasia sadar union of Gazipur on Monday.

Around 50 farmers of the area participated in the field day held at farmer Afzal Hossain's field. The programmw was funded by 'Strengthening food and nutritional security through enrichment of gene pool, research, technological innovation and dissemination of improved varieties of aroids crop programme'.

BARI TCRC director Sohela Akhter inaugurated the field day as chief guest. The programme director and senior scientific officer of TCRC Md Shamshul Alam presided over the function while principal scientific officer of TCRC Md Mosharraf Hossain Molla, Kapasia upazila agriculture extension officer Sumon Kumar Basak and Kapasia sadar union parishad chairman Sakhawat Hossain Pradhan were present as special guests.

Speaking as chief guest, TCRC director Sohela Akhter highlighted the nutritional value of kachu crop and suggested to eat more kachu to eliminate anemia, said a press release.

The Tuber Crops Research Centre officials of Bangladesh Agricultural Research Institute attend a field day on BARI-invented different Panikachu crop varieties at Dossu Narayanpur village under Kapasia sadar union of Gazipur on Monday. — Press release

The NewNation Independent Daily
Dhaka, Tuesday, July 5, 2022

পৃষ্ঠা 1-8

Field Day on BARI invented Panikachu variety held

City Desk

The Tuber Crops Research Centre (TCRC) of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) has arranged a field day on BARI invented different Panikachu crop varieties at Dossu Narayanpur village under Kapasia Sadar Union of Gazipur on Monday .

The field day ceremony was. Around 50 farmers of the area participated in the field day which was held at farmer Afzal Hossain's field. The program was funded by 'Strengthening food and nutritional security through enrichment of gene pool, research, technological innovation and dissemination of improved varieties of aroids crop program'.

BARI Director (TCRC) Dr. Sohela Akhter inaugurated the field day as chief guest. The Program Director and Senior Scientific Officer of TCRC Dr. Md. Shamshul Alam presided over the function while Principal Scientific Officer of TCRC Dr. Md. Mosharraf Hossain Molla, Kapasia Upazila Agriculture Extension Officer Sumon Kumar Basak and Kapasia Sadar Union Parishad Chairman Mr. Sakhawat Hossain Pradhan were present as special guests.

Speaking as chief guest, BARI Director (TCRC) Dr. Sohela Akhter highlighted the nutritional value of kachu crop and suggested to eat more kachu to eliminate anemia. He said that the varieties of Kachu crop invented by BARI do not stick to the throat and are evenly cooked, there is no crunch feeling.

Besides, as these varieties are high yielding, its cultivation has increased all over the country. As a result, the production area and total production of kachu crop has almost doubled in the last 20 years. He mentioned that Panikachu Lati and Mukhi Kachu are being exported abroad to meet the demand of the country.

Daily INDUSTRY
5 July 2022

পৃষ্ঠা-৬

Field Day on BARI invented Panikachu variety held

Industry Desk: The Tuber Crops Research Centre (TCRC) of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) has arranged a field day on BARI invented different Panikachu crop varieties at Dossu Narayanpur village under Kapasia Sadar Union of Gazipur today (Monday, 04 July 2022). The field day ceremony was. Around 50 farmers of the area participated in the field day which was held at farmer Afzal Hossain's field. The program was funded by 'Strengthening food and nutritional security through enrichment of gene pool, research, technological innovation and dissemination of improved varieties of aroids crop program'.

BARI Director (TCRC) Dr. Sohela Akhter inaugurated the field day as chief guest. The Program Director and Senior Scientific Officer of TCRC Dr. Md. Shamshul Alam presided over the function while Principal Scientific Officer of TCRC Dr. Md. Mosharraf Hossain Molla, Kapasia Upazila Agriculture Extension Officer Sumon Kumar Basak and Kapasia Sadar Union Parishad Chairman Mr. Sakhawat Hossain Pradhan were present as special guests.

Speaking as chief guest, BARI Director (TCRC) Dr. Sohela Akhter highlighted the nutritional value of kachu crop and suggested to eat more kachu to eliminate anemia. He said that the varieties of Kachu crop invented by BARI do not stick to the throat and are evenly cooked, there is no crunch feeling. Besides, as these varieties are high yielding, its cultivation has increased all over the country. As a result, the production area and total production of kachu crop has almost doubled in the last 20 years. He mentioned that Panikachu Lati and Mukhi Kachu are being exported abroad to meet the demand of the country.